OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 173 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 273 - 282
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা কথাসাহিত্যে জাতীয়করণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী খনি-শিল্পাঞ্চলের জীবন ও সমাজচিত্র

ড. রাহুল সাহানা
সহকারী অধ্যাপক
রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন, ভুবনেশ্বর, এন সি এ আর টি
Email ID: sahanarahul32@gmail.com

এবং

ড. ঝুমা পাত্র, স্যাক্ট – ১
রানিগঞ্জ গার্লস কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান
Email ID: drjhumapatra@gmaill.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Bengali Fiction, Coalfield Literature, Coal Mining, Mine Workers, Labour Movement, Industrialization, Nationalization, Social Realism.

Abstract

This paper examines how the life and society of the Raniganj–Asansol coalfield have been represented in Bengali fiction. It explores the ways in which Bengali writers have documented the growth of the coal mining industry while portraying the everyday experiences, struggles, and aspirations of the people who lived and worked in the mining region. Although Bengali literature has long reflected industrial life through narratives centred on jute mills, tea plantations, and other industries, coal mining remained largely absent from literary discourse until Shailajananda Mukhopadhyay brought the subject into the mainstream through his pioneering stories. His writings marked the beginning of a new literary tradition, which was later enriched by authors who had direct knowledge of the coalfields and were able to present a more authentic and nuanced picture of mining life.

The study traces the historical development of the Raniganj–Asansol coal belt from the discovery of coal in the eighteenth century to the nationalization of the coal mines in 1973. It shows how the expansion of the coal industry transformed the region into one of eastern India's major industrial centres, attracting workers from different parts of the country and giving rise to a culturally diverse mining society. At the same time, the paper highlights the harsh realities of life in the coalfields under colonial and private ownership, including unsafe working conditions, labour exploitation, inadequate wages, gender inequality, and the systematic denial of workers' rights. It also discusses the emergence of trade union movements and the collective struggles that sought to improve the lives of mine workers.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 173 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

OPEN ACCESS
IF 8.111

Particular attention is given to the works of Shailajananda Mukhopadhyay, Prafulla Kumar Singha, Debadatta Roy, Birendra Kumar Bandyopadhyay, and Debnath Bandyopadhyay. Through their novels and short stories, these writers vividly portray the lives of coal miners, industrial accidents, labour movements, social injustice, and the resilience of mining communities in the face of adversity. Their literary works preserve not only the history of the coalfields but also the emotions, hopes, fears, and everyday realities of people whose identities were closely tied to the mining industry.

The paper argues that coalfield literature occupies a unique position in Bengali literature because it brings together historical reality and creative imagination. These works are not merely regional narratives; they are valuable literary and social documents that illuminate the interconnected histories of industry, labour, politics, and human survival. By giving voice to communities that have often remained on the margins of mainstream history, Bengali coalfield literature offers a deeper understanding of the human consequences of industrialization and demonstrates the remarkable endurance of the human spirit.

Discussion

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে শিল্প-সভ্যতা ও শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনার একটি নতুন ধারা বিকশিত হয়। চটকল, চা-বাগান ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ঘিরে বাংলা ভাষায় একাধিক উপন্যাস ও গল্প রচিত হলেও কয়লাশিল্প দীর্ঘদিন সাহিত্যিকদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথম কয়লাখনির জীবনকে বাংলা কথাসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। তাঁর রচনায় কয়লাখনি অঞ্চলের জীবন ও মানুষের পরিচয় মিললেও বাস্তব খনি-সমাজ, শ্রমিকজীবন এবং শিল্পাঞ্চলের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র সেখানে প্রতিফলিত হয়নি। ফলে রানিগঞ্জ–আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলের প্রকৃত জীবনবাস্তবতা সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সেই কারণেই কয়লাখনি অঞ্চলের সাহিত্য প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ হয়েছে খনি-জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত লেখকদের কলমে। তাঁদের রচনায় শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম, সামাজিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি এবং পরিবর্তনশীল সময়ের বাস্তবতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত রানিগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে যে বৃহৎ শিল্পাঞ্চলের বিকাশ, তার ইতিহাস প্রায় দুই শতকেরও বেশি পুরোনো। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলে কয়লার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে শিল্পযাত্রার সূচনা হয়, তা ক্রমে সমগ্র অঞ্চলের অর্থনীতি, সমাজ এবং জনজীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রানিগঞ্জের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলন শুরু হলে রানিগঞ্জকে কেন্দ্র করে কয়লাশিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রানিগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ এবং পরবর্তীকালে আসানসোল পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে কয়লা পরিবহন সহজ হয় এবং শিল্পোন্নয়নের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই রেলপথই কয়লাশিল্পের বিকাশের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। কয়লাশিল্পের ভিত্তিতে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কুলটিতে এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বার্ণপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই শিল্পাঞ্চল আরও সম্প্রসারিত হয়। চিত্তরঞ্জন থেকে পানাগড় পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এর ফলে এই জনপদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিচয় এক নতুন মাত্রা লাভ করে এবং রানিগঞ্জ–আসানসোল অঞ্চল পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জীবিকার সন্ধানে অসংখ্য মানুষ এই বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। ফলে বঙ্গসংস্কৃতির পাশাপাশি এখানে গড়ে ওঠে এক স্বতন্ত্র বহুসাংস্কৃতিক সমাজ, যেখানে বিভিন্ন ভাষা, জাতিগোষ্ঠী ও জীবনধারার মানুষের মিলনে এক নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই

সমাজের মূল ভিত্তি ছিল মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক। তাই কয়লাখনি অঞ্চলের সাহিত্যেও মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, শ্রমজীবনের সংগ্রাম এবং শিল্পসমাজের অন্তর্লীন বাস্তবতা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের লেখকদের রচনায় শিল্পজীবনের নানামুখী অভিজ্ঞতা ও মানবিক সংকট প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে খনি অঞ্চলের জীবনকে প্রথম সুসংগঠিতভাবে তুলে ধরেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১–১৯৭৬)। জন্মসূত্রে ও কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি কয়লাখনি এবং খনি-শ্রমিক সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্প ‘কয়লাকুঠি’ বাংলা সাহিত্যে খনি-জীবনভিত্তিক সাহিত্যচর্চার সূচনা করে। পরবর্তীকালে রচিত মহাযুদ্ধের ইতিহাস (১৯২৬), নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী (১৯৫৮) এবং কয়লাকুঠির দেশ (১৯৫৮) উপন্যাসে কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমি ব্যবহৃত হলেও তাঁর ছোটগল্পগুলোর মতো খনি-জীবনের বাস্তব ও অন্তরঙ্গ চিত্র সেখানে ততটা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি।

কয়লাশিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ খনি ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন। ওড়িশা, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কঠোর পরিশ্রমের জন্য এখানে আনা হত। নারী শ্রমিকরাও খনিতে কর্মরত ছিলেন, কিন্তু কর্মপরিবেশ ছিল অত্যন্ত অনিরাপদ এবং মানবিক মর্যাদাবোধ থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকদের ওপর শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা ছিল চরম; তাঁদের জীবন প্রায় ক্রীতদাসের ন্যায় পরিচালিত হত। স্বাধীনতার পরও এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। বহু খনিতে ইংরেজ মালিকদের প্রভাব বজায় ছিল এবং দেশীয় মালিকরাও শ্রমিককল্যাণ ও নিরাপত্তার বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দেননি। যদিও যান্ত্রিক উন্নয়ন ঘটেছিল, তবুও খনি নিরাপত্তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। একই সময়ে ধীরে ধীরে নারী শ্রমিকদের ভূগর্ভস্থ খনিতে কাজ করার প্রথাও সীমিত করা হয়।

দীর্ঘ আন্দোলন ও শ্রমিক সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৭৩ সালে ভারতের কয়লাখনিগুলি জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটে এবং শ্রমিকরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হন। জাতীয়করণের পূর্ববর্তী সময়টি কয়লাখনি অঞ্চলের ইতিহাসে শোষণ, প্রতিরোধ এবং শ্রমিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ছোটগল্পে খনি-জীবনের বাস্তবতা, শ্রমিকসমাজের সংকট এবং মানবিক সংগ্রামকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য আমাদের আলোচনার বিষয় আসানসোল-রানিগঞ্জ অঞ্চলে বসবাসকারী লেখকদের কলমে খনি শিল্পাঞ্চল কীভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আমরা খনি অঞ্চলের সাহিত্যিকদের লেখা ছোটগল্প ও উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে খনিজীবনের বিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করবো।

স্থানীয় লেখকদের মধ্যে কালিপদ ঘটকই প্রথম খনি শিল্পাঞ্চলকে সাহিত্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে আসানসোল মহকুমার অরণ্যবেষ্টিত অযোধ্যা গ্রামে তাঁর জন্ম। উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় গেলেও পড়াশোনা শেষ না করে তিনি আসানসোলে ফিরে আসেন। প্রথমে শিক্ষকতা এবং পরে একটি কোলিয়ারিতে ক্যান্টিন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ‘অরণ্য কুহেলী’ (১৯৪৯) উপন্যাসে সাঁওতাল আদিবাসীদের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। ‘মৃদঙ্গার’ (১৯৫৫) উপন্যাসে কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবন, খনির দুর্ঘটনা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নকে প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যেমন আঞ্চলিক জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি কয়লাখনি অঞ্চলকেও কেন্দ্র করে বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই ধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক প্রফুল্ল কুমার সিংহ (১৯৩৭–২০০১)। বর্ধমান জেলার জামগ্রামে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাঁর মহুলকানালীর ইতিকথা (১৯৮৩) উপন্যাসে সাঁওতাল কৃষকদের শ্রমিকে পরিণত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কয়লাখনি অঞ্চলের প্রথমদিকের শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিলেন বাউড়ি ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ। দীর্ঘ দুই শতক পরেও তাদের জীবনযাত্রার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি এই বাস্তবতাই লেখক তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 173 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "দু'শো বছর ধরে ওরা হাঁটছে রাঢ়বঙ্গের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। লাল ধুলোর ডহরে, কয়লাকুঠির কঠিন পাথরে। একই রকম শৃঙ্খলা, একই পথে, একই পেশায়। যুগে যুগে মানুষ বদল হয়েছে। বাপের জায়গাটিতে ছেলে এসেছে। কিন্তু আচারে, ব্যবহারে, কাজে ও স্বভাবে, কোনো পার্থক্য ঘটেনি।"[১]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পর কয়লা শিল্প নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেছেন প্রফুল্লকুমার সিংহ। তাঁর জন্ম আসানসোল শহরের কয়েক মাইল উত্তরে জামগ্রামে। আবাল্য কেটেছে কয়লা মজুর অধ্যুষিত পরিবেশে। পরবর্তীকালে জীবিকা হিসাবেও বেছে নিয়েছিলেন কয়লাশিল্পকে। ফিল্ড অ্যাপ্রেনটিস হিসাবে জীবন শুরু করেন। প্রথমে সেকেন্ড ক্লাস পরে ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজারশিপ পাশ করেন। এই এলাকার মানুষদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতির কথা তিনি লিখে রেখে গেছেন উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ সংকলনে। উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রিলজি 'মহাকালের ঘোড়া' (১৯৮৬), 'অনার্য দামোদর' (১৯৯৮) এবং 'ভূমিগর্ভ'। এই রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে কয়লাখনি এলাকার মানুষের বিশিষ্ট জীবনযাপন, কয়লা খনির অভ্যন্তরের নানা খুঁটিনাটি বিবরণ বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন কয়লাশিল্পকে ঘিরে। তাঁর উপন্যাসগুলি প্রসঙ্গে সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য -

> "কয়লাকুঠির কালো যবনিকার অন্তরালে বহু ইতিহাস, বহু মানুষ, বহু লোকাচার এবং কিংবদন্তি। সেই ঐতিহাসিক পটভূমিতে যেসব ক্রান্তিকাল ছিল সেই সমসাময়িক কালের চরিত্র, ঘটনা, সমাজ ও শিল্প নিয়ে পাঁচ-ছটি উপন্যাস রচনার মাস্টারপ্ল্যান মোতাবেক 'মহাকালের ঘোড়া' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কয়লাকুঠির আদিপর্ব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ট্রেড ডিপ্রেসন পর্ব পর্যন্ত বিধৃত হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের গতি সঞ্চার ও স্বাধীনতা উত্তরপর্বে কয়লাঅঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাণপণ সংগ্রামের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দাখিল করেছেন অনার্য দামোদর উপন্যাসে।"[২]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পর কয়লাশিল্প নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেছেন প্রফুল্ল কুমার সিংহ। তাঁর জন্ম আসানসোল শহরের কয়েক মাইল উত্তরে জামগ্রামে। আবাল্য কেটেছে কয়লা মজুর অধ্যুষিত পরিবেশে। পরবর্তীকালে জীবিকা হিসাবেও বেছে নিয়েছিলেন কয়লাশিল্পকে। ফিল্ড অ্যাপ্রেনটিস হিসাবে জীবন শুরু করেন। প্রথমে সেকেন্ড ক্লাস পরে ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজারশিপ পাশ করেন। এই এলাকার মানুষদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতির কথা তিনি লিখে রেখে গেছেন উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ সংকলনে। উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রিলজি 'মহাকালের ঘোড়া' (১৯৮৬), 'অনার্য দামোদর' (১৯৯৮) এবং 'ভূমিগর্ভ'। এই রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে কয়লাখনি এলাকার মানুষের বিশিষ্ট জীবনযাপন, কয়লা খনির অভ্যন্তরের নানা খুঁটিনাটি বিবরণ বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন কয়লাশিল্পকে ঘিরে। তাঁর উপন্যাসগুলি প্রসঙ্গে সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য –

> "কয়লাকুঠির কালো যবনিকার অন্তরালে বহু ইতিহাস, বহু মানুষ, বহু লোকাচার এবং কিংবদন্তি। সেই ঐতিহাসিক পটভূমিতে যেসব ক্রান্তিকাল ছিল সেই সমসাময়িক কালের চরিত্র, ঘটনা, সমাজ ও শিল্প নিয়ে পাঁচ-ছটি উপন্যাস রচনার মাস্টারপ্ল্যান মোতাবেক 'মহাকালের ঘোড়া' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কয়লাকুঠির আদিপর্ব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ট্রেড ডিপ্রেসন পর্ব পর্যন্ত বিধৃত হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের গতি সঞ্চার ও স্বাধীনতা উত্তরপর্বে কয়লা অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাণপণ সংগ্রামের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দাখিল করেছেন অনার্য দামোদর উপন্যাসে।"[২]

এই তিনটি গ্রন্থের পর 'ভূমিগর্ভ' উপন্যাসে 'অনার্য দামোদর' পরবর্তী সময় থেকে একেবারে কয়লাখনির সময়ের বর্ণনা এই বইতে ধরা আছে। এই চারটি বই পড়লে কয়লাখনির দু'শো বছরের কথা জানা যাবে। এছাড়াও 'জনরব'ও 'জনমানব' নামে তাঁর আরো তিনটি উপন্যাসে তিনি এই অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী — জমিদার, কর্মচারী, দালাল, ফড়ে, স্থানীয় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, কয়লার চোরাকারবারি এরকম বহু মানুষের কথা রয়েছে। প্রফুল্ল সিংহের উপন্যাসগুলি শুধু ইতিহাস ও ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র নয় – রীতিমতো একটি নতুন ধারার সাহিত্য। তাঁর ভাষা, শব্দ চয়ন, স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে নাগরিক ভাষার মিলিত প্রবাহে যথেষ্ট শক্তিশালী ও ঘাতসহ হয়ে উঠেছে। কোনো একটি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 173 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জনজীবন নিয়ে এত বিস্তৃত অন্তরঙ্গ কাজ ভারতবর্ষে অন্য কোনো ভাষায় বা সারা পৃথিবীতে অন্য কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ।

প্রফুল্ল সিংহের 'মহাকালের ঘোড়া', 'অনার্য দামোদর', 'ভূমিগর্ভ' উপন্যাসগুলি জাতীয়করণ পূর্ববর্তী শ্রমিক-সমস্যা নিয়েই রচিত। 'মহাকালের ঘোড়া' (১৯৮৬) উপন্যাসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে কয়লা খননের ইতিহাস। ব্যারাকলউ সাহেব নামে সাহেব চরিত্রটি সুদূর বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন কয়লাখনি চালু করে অর্থ উপার্জন করার ইচ্ছে নিয়ে। তিনি মদ্যপ, নারীলোলুপ, শৌখিন। অপরদিকে কঠোর চরিত্রের সাহেব কয়লা খনির উন্নতিকল্পে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। নিজে খনির ভেতর নেমে তদারকি করেন। এই কাজে তাঁর কোনোরকম কুণ্ঠা বা আলস্য নেই। খনির উন্নতি তথা নিজের খনিমালিক হিসেবে সুনাম অর্জনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট। মহাকালের ঘোড়ার মতোই তিনি ছুটে চলেছেন ভবিষ্যতের দিকে। কোনো বাধা তাঁকে থামাতে পারে না। লেখকের কথায়, -

> "দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে মহাকালের ঘোড়া। দেশ, কাল ও পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে, যুগ যুগান্তরে, তার বিরামহীন যাত্রা। ঘোড়ার ক্ষুরের দাগে দাগে কত জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান। কত জাতির উত্থান ও পতন। কত সভ্যতার সৃষ্টি ও বিলুপ্তি।"[৩]

বস্তুত কয়লাকুঠির সাহেব ব্যারাকলউ, বরনারী কাবেরী, জমিদারবাবু ও অসংখ্য কুলি কামিন কাউকেই লেখক ছাঁচে ঢালা পুতুল বানান নি; তারা প্রত্যেকেই বাস্তব মানুষ। কয়লাখনি আবিষ্কার ও খননকার্যে পরিচালনায় ইংরেজ সাহেবরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে ভারতের কয়লাশিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার জীবন্ত দলিল 'মহাকালের ঘোড়া' উপন্যাস। 'জনরব', 'জনপদ' উপন্যাস দুটিতে চিত্রিত হয়েছে খোলামুখ কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে মাফিয়াদের চোরাকারবারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে ব্যবসা পদ্ধতি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কয়লা খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের সুবিধের জন্য বেশ কিছু নীতি বিধিবদ্ধ হতে থাকে, যদিও তা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রফুল্লকুমার সিংহের 'জড় ও জমিন' গল্পে দেখি জমির বিনিময়ে মুথা খনিতে মাল কাটার চাকরি লাভ করে। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী চাকরি পায়। তার স্ত্রী দ্বিতীয়বার এক ব্যক্তিকে বিয়ে করলে স্ত্রীর চাকরিটি দ্বিতীয় স্বামী লাভ করে। এভাবেই একটি পরিবার বংশ পরম্পরায় কয়লা খনিতে কর্মী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। তবে দেশ স্বাধীন হলেও খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের কাজ করতে হয় অন্ধকারে, কর্দমযুক্ত স্থানে। 'ধ্বস' গল্পে দেখা যায় শ্রমিকের প্রাপ্য মূল্য মেলে না, আটকে যায় বিল। প্রাবন্ধিক সুনীল বসু রায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য -

> "কয়লাশিল্প ছিল যা খুশি তাই করার রাজত্ব। তেমনি অবাধ স্বাধীনতা ছিল কয়লাখনির ইংগ-ভারতীয় মালিকদের শ্রমিক শোষণের। কী ভয়াবহ শোষণ! ১৯৩৭ সালে একটি কয়লাখনি কোম্পানির বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে জনৈক ইংরেজ খনি ম্যানেজার জানান যে এক-একটা গোটা পরিবারই খনিগর্ভে কাজ করতো। বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে সবাই। এক নাগাড়ে ডবল সিফট কাজও তারা করতো। খাওয়া, ঘুমানো সবই খনির নীচে। কাজ থেকে রেহাই পেতো না অন্তঃসত্ত্বা নারীও। উক্ত ম্যানেজার জানান যে, একবার এক অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিক খনিগর্ভে দুটি যমজ কন্যা সন্তান প্রসব করেছিল। তারা বেঁচে ছিল। বড়ো হয়েছিল। বিয়ের পরে তারা স্বামীদের সাথে ঐ খনিতেই কাজ করত। কয়লাখনি শিল্পে শ্রমশক্তির শোষণের তীব্রতা ছিল দুঃসহ।"[৪]

প্রফুল্লকুমার সিংহের 'অনার্য দামোদর' (১৯৯৮) উপন্যাসটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের এক মাস ব্যাপী ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে রচিত। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগেও কয়লাখনির শ্রমিকদের কোনো পরিবর্তন আসেনি। অথচ দেশীয় মালিকদের হাতে কয়লার মালিকানা আসায় দেশ জুড়ে কয়লাখনিগুলিতে শুরু হয় নানা অব্যবস্থা ও লুঠতরাজ। পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছলে শ্রমিকরাও সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। শিল্প বিপ্লবের গতি সঞ্চার ও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে কয়লা অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাণপণ সংগ্রামের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দাখিল করা হয়েছে এই উপন্যাসে। স্বাধীনতার পরে ত্রৈমাসিক বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রচলিত হলেও অধিকাংশ মালিকরাই এই নিয়ম লঙ্ঘন করতেন। ছয় মাস চাকরির পরে প্রভিডেন্ট ফান্ড না দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রমিক ছাঁটাই করে কিছুদিন পরে তাদের ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসাবে মনোনীত করা হত। বোনাসের পরিবর্তে লুচি,

বোঁদে আর সামান্য কিছু উপহার দেওয়ার কাহিনি বড়ো ভয়ঙ্কর যা নীলকুঠির অত্যাচারকে হার মানায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদের গন্ধ পেলেই মালিকের পোষা গুণ্ডারা রাতের অন্ধকারেই তার শরীর লাশে পরিণত করে দিত। এইসব ঘটনা ঘটত বেলাবাদ, বাবুশোল, সিশিকেড, সামলা খনি, নিউ সাতগ্রাম, মডার্ন সাতগ্রাম-সহ বিভিন্ন খনিতে। তাই 'অনার্য দামোদর' উপন্যাসে অনন্তর কাছে শ্রমিকরা তাদের ভীতি প্রকাশ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা এইসব বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কয়লাখনির কয়েক লক্ষ শ্রমিকের অনুকূলে জীবন-যাপন নিয়ে ভাববার অবসর কারো ছিল না। দেবেন সেন এসেছিলেন সেই ভাবনা নিয়ে। প্রজা সোসালিস্ট পার্টির কর্মীর কয়লাকুঠিতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আপ্রাণ চেষ্টা লেগে আছে। কিন্তু কুলিকামিনরা এমন ধাতু দিয়ে তৈরি যে একটা প্লাটফর্মে একটা পতাকার নীচে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রবণতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে সূচিত হলেও মালিক ও প্রশাসনের মিলিত আক্রমণের সম্মুখীন হতে মজদুররা আই এন.টি.ইউ.সি., এ.আই.টি.ইউ.সি., হিন্দু মজদুর সভা প্রভৃতি ভিন্ন মতাদর্শী ট্রেড ইউনিয়ন খনি এলাকার শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেছিলেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শের তীব্রতা সত্ত্বেও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলেন। চিনাকুড়ি কোলিয়ারিতেই মজদুর সভার কার্যালয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। কর্তৃপক্ষ বৈঠক গৃহীত বেতন সংক্রান্ত শর্তের অবমাননা করায় এই ঘটনা ঘটে। শ্রমিকদের পাশে আসানসোল কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, স্যানরেল, মিউনিসিপ্যাল মজদুর ইউনিয়ন ও চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে ইউনিয়ন সক্রিয় সমর্থন গড়ে তোলে। এর থেকেই এই অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি-সংহতি গড়ে ওঠার চিত্র লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সংগঠন গঠনের তোলার বিষয়টি ছিল খুব কঠিন। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ঐক্য মালিক শ্রেণির কাছে এতটাই ভীতিপ্রদ ছিল যে তার জন্য খুন, জখম, নারী নির্যাতন, রাহাজানি, চাকরি থেকে বরখাস্ত কোনো উপায়ই বাদ থাকত না। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ম্যানেজার থেকে সর্দার বা আড়কাঠি, গুণ্ডা সবাইকে কাজে লাগাতো। এইভাবে রানিগঞ্জের অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী জগদীশ ঝা সিলেক্ট জামবাদ কোলিয়ারিতে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার সময় আক্রান্ত হন। আর একজন লেখক ছিলেন সুধীর রায়; ছদ্মনাম দেবদত্ত রায়। জন্ম ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুআরি কুমিল্লায়। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এ. পাস করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের রেলে চাকরি পান। রাজনীতি করার অপরাধে চাকরি যায়। পরবর্তীকালে শিক্ষকতার চাকরি পান ও লেখালেখি শুরু করেন। বামপন্থী ঘরানার লেখক ও অকৃতদার। অনেক ছোটোগল্প ও বেশ কিছু উপন্যাস লেখেন। এর মধ্যে কয়লাখনি নিয়ে তাঁর তিনটি গ্রন্থ - 'কালো হীরার দেশে' (১৯৯০), 'হীরের চেয়ে দামী' এবং 'ধস' (২০০১)। দেবদত্ত রায় রচিত 'কালো হীরের দেশে উপন্যাসটির জাতীয়করণ পূর্ব কয়লা খনিরই চিত্র।

উনিশ শতকের বরাকর খনি অঞ্চলে কয়লা শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই কয়লা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নির্ধারণের জন্য 'বোর্ড অফ কনসিলিয়েশন' গঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু হয় তার রেশ চলে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রায় একমাস ধরে লাগাতার হরতালের চিত্র এখানে রয়েছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে যে আন্দোলন চালায় তার ছবি এই উপন্যাস জুড়ে রয়েছে। জীবন ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ নেতার নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠিত হয়ে কীভাবে শ্রমিক অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। খনি অঞ্চল কেন্দ্রিক উপন্যাস 'কালো হীরের দেশে'র নায়ক জীবন ভট্টাচার্য 'অনার্য দামোদর' (১৯৯৮) উপন্যাসের জগদীশের মতোই আক্রান্ত হন। সেখানে পুলিশও সক্রিয়ভাবে মালিকের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তবে বহুক্ষেত্রেই শ্রমিকরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে দাবি আদায় সমর্থ হন। তবে খনি মালিকরা শ্রমিকদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করতে পারেনি। সেই কারণেই রতিবাটী কোলিয়ারিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনিং কোম্পানির দুটি পিটে শ্রমিকদের ওপরে অকারণ অত্যাচারের প্রতিবাদ জানালে প্রাণনাশের ভয় দেখানো হয়। খনি এলাকায় গুণ্ডা দিয়ে শ্রমিকদের দমিয়ে রাখার এই ছবিকেই কালো হীরের দেশের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে ঝানু নাগ, জাগুশা প্রমুখ এই ধরনের কাজ করে। এ-সবের বিরুদ্ধে, খনি জাতীয়করণের দাবিতে, মজদুরদের সভায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দাবিতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত এ.আই.টি.ইউ.সি কলকাতা সম্মেলনে খনি শ্রমিকদের সর্বভারতীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 173 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ফেডারেশন গঠিত হয়। সম্মেলনের আগে ট্রাইবুনালের রায় অনুসারে খনি শ্রমিকদের মজুরি ও মহার্ঘভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি করে।

শ্রমিকদের দাবিকে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়ে এই সময় সারা ভারত কোলিয়ারি ট্রাইবুনাল মালিক অ্যাসোসিয়েশনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। শ্রমিকদের এই জয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলে জীবন ধারণের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার দাবিতে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে। কিন্তু খনি মালিকরা শ্রমিকদের এই শক্তি বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে আরও বেশি নিপীড়ন শুরু করে। এর ফলে মিঠাপুর খনিতে ন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে মালিকের আদেশে শ্রমিকদের ওপরে পুলিশের গুলি চলে এবং লালবাজার খনিতে মাইনিং ইনচার্জ ব্রহ্মদেব শর্মা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মালিক-বিরোধী বক্তব্য রেখে গুণ্ডাদের দ্বারা প্রহৃত হন। কোলিয়ারি ট্রেড ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ডোমন রায় ও সম্পাদক লালমোহন মাজি শ্রমিক ধাওড়াতে আক্রান্ত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে আসানসোলের ১১টি শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক সংহতির নিদর্শন রেখে যুক্ত বিবৃতি দিয়ে খনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের দাবিকে সমর্থন জানায়। এর পরেও মিঠাপুর রতিবাটিতে মালিকরা বেআইনি ভাবে শর্ত লঙ্ঘন করে শ্রমিক ছাঁটাই, বকেয়া বেতন না দেওয়ার মতো অন্যান্য বিষয়গুলি বজায় রাখে। শ্রমিকরা ক্রমশ উপলব্ধি করে প্রচলিত পুঁজিবাদী কাঠামোয় সরকার মালিকশ্রেণির স্বার্থে চালিত হন। সে কারণে খাদ কাজোড়ার মতো খনি কোলিয়ারি মজদুর সভার ইউনিয়ন ভাবতে অস্বীকার করায় কর্তৃপক্ষ খনি কধ করেন এবং অন্যদিকে জমিদারি দখল বিলের আওতায় খনি মালিকদের মধ্য স্বত্ব দখলের বিনিময়ে সরকার ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করে। উপন্যাসে মাধবপুরের ম্যানেজার সেই কারণেই বলেন -

> "যে সরকার আমাদের পক্ষে আইন করবে না, আইন পাল্টাবে না, সেই সরকারকে আমরা গদিতে থাকতে দেব কেন? ওদের পেছনে পয়সা ঢালছি কি শুধু প্রেমে পড়ে?"[৫]

সমসাময়িক খনির এই সাহিত্যিক দলিল থেকে সরকার ও খনি মালিক আঁতাত অনেকটাই স্পষ্ট হয়। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে একজোট হয়ে ওঠেন। খনি শ্রমিকদের এই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। খনিকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের পরিধিতে খুবই স্বল্প। অথচ বহু সাহিত্যিকের উপন্যাস ও ছোটগল্পে খনিশ্রমিকদের জীবনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কাহিনি উঠে এসেছে। খনি শ্রমিকদের সঙ্কটময় জীবন নিরন্তর বলেই এখনো তারা আঞ্চলিক লেখকদের সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট রচনা করে চলেছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ তাই বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার পথে যেকোনো সমাজের মাঝে মাঝে ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিকে পিছু ফিরে দেখা দরকার। সাহিত্য যুগেই দায়িত্ব বহন করে চলেছে। দেশ স্বাধীন হলেও খনিকর্মীরা সেই অন্ধকারেই রয়ে গেছে। প্রায় পঁচিশ বছর অপেক্ষার পর কিছুটা পরিবর্তন আসে তাদের জীবনে। শৈলজানন্দ যে ধারার ছোটোগল্পের মাধ্যমে সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন সেই পথেই কথাসাহিত্যের ধারায় লেখকদের কলমে জাতীয়করণ পূর্ববর্তী খনি অঞ্চলের মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ভারতের কয়লাখনিগুলি সরকার অধিগ্রহণ করে। এর ফলে খনি মালিকদের দীর্ঘদিনের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়। বহু বছর ধরে অবহেলিত ও নির্যাতিত খনি শ্রমিকদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করা সম্ভব হবে। সরকার শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয় এবং খনি অঞ্চলে একচ্ছত্র মালিকানার অবসান ঘটে। কিন্তু এত পরিবর্তন ও সুবিধা সত্ত্বেও শ্রমিকদের জীবন কি সত্যিই বদলেছিল, নাকি তারা এখনও নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। জাতীয়করণের ফলে খনি অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সেই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায় ভগীরথ ঠাকুর, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ পাঁজা, সমরেশ মজুমদার, হিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায়, জয়া মিত্রসহ বহু সাহিত্যিকের রচনায়। শুধু কথাসাহিত্য নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাতেই এই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জাতীয়করণের পরে খনি অঞ্চলের মানুষের কর্মজীবনের পাশাপাশি সামাজিক জীবনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, জীবনযাত্রা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক।

খনি অঞ্চলের সাহিত্যে জীবনের কারুণ্য-ট্রাজেডির কথাবলা আছে। এর মধ্যেও মানুষ বাঁচে। কয়লাকে যেমন প্রয়োজন লোভ নিঃশেষ করতে পারে না, এ মানুষদেরও তাই। তাদের আনন্দ-উল্লাস আছে, কয়লার অন্ধকারেও স্বপ্নের হীরা জ্বলে, নচেৎ মানুষের পুনঃসৃষ্টি হয় না। কিন্তু এই ভাবনার কিছুটা ব্যাতিক্রম প্রকাশ পায় বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৩) 'ভোর হয়ে এল' (১৯৯০) গল্পটিতে। তপনের পিতামহ ও পিতা খনি দুর্ঘটনায় মারা যায়। মায়েরও মৃত্যু ঘটে অসুখে। মা-বাবা হারা তপন ঠাকুমার স্নেহে পরীক্ষায় একের পর এক ভালো ফল করে ভারত সরকারের মাইনিং ইন্সপেক্টর হয়। তার স্বপ্ন খনির মানুষদের অপঘাত থেকে বাঁচানো। ব্যক্তি মালিকানা শেষ হয়ে কয়লাখনির জাতীয়করণ হয়েছে সে আর বিদেশী মালিকের দাস নয়। বেসরকারি মুনাফালোভী কোম্পানিগুলো আজ আর নেই। সে এই ভোরের মানুষ। ঠিক মতো চললে খনিতে মৃত্যু নেই। ধীরেন্দ্র কুমারের এই গল্পে যে আশা আর বাস্তবের কথা আছে তাআমাদের স্বপ্ন দেখায় কিন্তু 'ঠিক মতো চললে' শব্দ দুটি গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। রাষ্ট্রের চরিত্রও তার ওপর বিদেশী-বেসরকারি চাপের প্রশ্ন, আমলাতান্ত্রিক বদ্ধতার প্রশ্ন, মানুষের ওপর বদ্ধ যান্ত্রিক আইনের কর্তৃত্বর প্রশ্ন তো বড় হয়ে দেখা দেয়। ভোর হবার পরও তো দুর্ঘটনার কালো হাত খনি অঞ্চলে তার লোমশ থাবা বাড়াচ্ছে এ তো তথ্যনিষ্ঠভাবে প্রমাণিত।

জাতীয়করণ পরবর্তী কথাসাহিত্যিক আসানসোলের দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৩)। আসানসোল-রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের জল বাতাসেই তিনি বড় হয়েছেন। কর্মজীবনে প্রবেশ অবশ্য সাংবাদিকতা দিয়ে। ইস্টার্ণ কোলফিল্ডস্ লিমিটেড এর সদর দপ্তর সাঁকতোড়িয়ায় জন সংযোগ বিভাগ সাহিত্যকর্মী ছিলেন। বর্তমানে অবসর গ্রহণ করলেও সাহিত্য সাধনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দেবনাথ বাংলা গল্প আকাদেমির গঠন পর্বে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন। এখন অজয় দামোদর সাহিত্য সম্মিলনীর এক কর্মকর্তা ছিলেন। 'সবুজ কুঁড়ি' এবং 'নতুন গল্প' নামের ছোট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ই সি এল এর নিজস্ব বাংলা পত্রিকা 'মৃদঙ্গার' সাহিত্য পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। মূলত ছোটগল্পকার দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প সংকলন 'জলখাদ' (১৯৯৬) একদিকে যেমন আকর্ষণ করেছে ছোটগল্পের পরিশীলিত পাঠক সমাজকে, সেই রকমই অর্জন করে নিয়েছেন 'ঋত্বিক পুরস্কার'।

একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আটকে থাকা সন্তানকে কেন্দ্র করে পিতা ও মাতার আবেগ উৎকণ্ঠা এই গল্পের প্রধান ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে রানিগঞ্জের অন্তর্গত মহাবীর কোলিয়ারিতে জলমগ্ন হয়ে যে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছিল তারই প্রেক্ষিতে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জলখাদ' গল্পটি রচনা করেন। পিতা বিমলাক্ষবাবু কয়লাখনিতে কাজ করতেন, দুর্ঘটনায় এক পা হারান। তাই স্ত্রী অলকার ইচ্ছে না থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদে একমাত্র সন্তান অমিতকে কয়লাখনির কাজ করতে হয়। এখানে কোটালডিহি কোলিয়ারির কথা বলা হয়েছে যা আসলে রানিগঞ্জ-এর মহাবীর কোলিয়ারিরই কল্পিত নাম। দুর্ঘটনার দিন রাত্রে অমিতের খাদের ভেতর ডিউটি ছিল। সকালেই দুর্ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পিতা মাতা হিসেবে বিমলাক্ষ ও অলকা সন্তানকে ফিরে পাবার জন্য আকুল। মানসিকভাবে সকলেই দুর্বল হয়ে পড়লেও বিমলাক্ষ আস্থা রাখেন। অবশেষে তাঁরা কোলিয়ারিতে পৌঁছে যান ছেলের সন্ধানের জন্য। জলমগ্ন কোলিয়ারির বর্ণনায় বিমলাক্ষ'র মানসিক অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে, যা আসলে মহাবীর কোলিয়ারিরই কল্পিত নাম। দুর্ঘটনার দিন রাত্রে অমিতের খাদের ভেতর ডিউটি ছিল। সকালেই দুর্ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পিতা মাতা হিসেবে বিমলাক্ষ ও অলকা সন্তানকে ফিরে পাবার জন্য আকুল। মানসিকভাবে সকলেই দুর্বল হয়ে পড়লেও বিমলাক্ষ আস্থা রাখেন। অবশেষে তাঁরা কোলিয়ারিতে পৌঁছে যান ছেলের সন্ধানের জন্য। জলমগ্ন কোলিয়ারির বর্ণনায় বিমলাক্ষ'র মানসিক অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে -

> "পাশের এক পরিত্যক্ত খনির মজুত লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল কোটালডিহিতে আসছে, ঐ জলরাশি হয়তো। খনি গর্ভে সলিল সমাধি ঘটবে একাত্তর জনের। বিমলাক্ষের বুকে কাঁপন লাগে। অথচ ব্লাস্টিং-এর খাদ কাপানো শব্দে কোনোদিন ভয় হয়নি।"[৬]

গল্পের অনেকটা অংশ জুড়ে বিমলাক্ষর হৃদয়ে দোলাচলতা ও এলোপাথাড়ি চিন্তা ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। ৭১ জন শ্রমিক দুর্ঘটনাগ্রস্থ খনির ভেতরে দীর্ঘদিন থাকার পর অবশেষে ধাতব ক্যাপসুল এর সাহায্যে খনি থেকে উপরে উঠতে সমর্থ হয়। অবশ্য ফোনে নিচে খাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত ছিল। এই দুর্ঘটনায় ছয় জন মৃত বলে ঘোষিত হয়েছিল। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে অফিসারদের কাছে মাতৃহৃদয়ের যে করুণ আর্তি লেখকের কলমে প্রকাশিত হয়েছে -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 173 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমার অমিত কই? ওযে আমার একমাত্র ছেলে। ওকে কেন তুললেন না? কেন রেখেছিলেন জলখাদে? কেন? কেন?"[৭]

এই করুণ আর্তি পাঠককে একটি আবেশে ধরে রাখে গল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরও। কয়লাখনির শহর আসানসোল। খনিকেন্দ্রিক শহরে বিচিত্র বর্ণের ও বিভিন্ন পেশার মানুষের আনাগোনা প্রতিনিয়ত। মাটির নীচে বেহিসেবী কয়লাখনি আর মাটির ওপরে সংগ্রাম-কোলাহল-দালাল-মাফিয়া-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মানুষ-খনিমালিকদের জীবনেতিহাস রচনা হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রতিদিনের সঙ্গী করে বেঁচে থাকার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা কাহিনি নির্মাণ করে চলেছেন তাঁরা হলেন এই অঞ্চলের গদ্যলেখক। আঞ্চলিক অনেক গল্পকারই স্বতন্ত্র গল্পগ্রন্থে খনি বিষয়ক গল্পগুলি প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রাণীগঞ্জ কয়লাঞ্চলের ইতিবৃত্ত' (১৯৯০) ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী পাঠকদের প্রশংসা পেয়েছে। প্রথম যুগের কয়লাশিল্পের অনেক অজানা কাহিনি গল্পলিখনের ভাষা ও ভঙ্গিতে বাংলাভাষার ওপর তাঁর এক অকৃত্রিম দক্ষতা পাঠক অনুভব করেন প্রতিটি পংক্তিতে। তাঁর 'অঙ্গারভূমির বৃত্তান্ত' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর রচনায় আমরা দেখেছি খনি অঞ্চলের জীবন অনেকটা বদলে গেছে। উচ্চবর্ণের অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে অনেকেই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কোলিয়ারিতে কাজ করছেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নারী শ্রমিক বন্ধ করার নির্দেশ কার্যকরী হয়নি কিন্তু জাতীয়করণ পরবর্তী সময় তা সম্ভব হয়েছে নারী শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। সেই সঙ্গে কয়লা খনিতে যান্ত্রিক সুবিধা ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসেছে তৎপরতা। এই উপন্যাসটি খনি অঞ্চলের বহু বাস্তব দিককে তুলে ধরেছে। পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যিকদের সৃষ্টিতেও প্রকাশিত হয়েছে কয়লাকুঠির বহু অজানা ইতিহাস, চরিত্র, লোকাচার ও সমাজ জীবন। কিন্তু -

> "খনি অঞ্চলের জীবন কখনোই মসৃণ নয়, বরং বলা ভালো কঠিন বাস্তব। তাই বহু ঘটনা চাপা পড়ে রয়েছে কয়লাখাদের গভীরে।"[৮]

কয়লাশিল্প রাষ্ট্রীয়করণের পর এই অঞ্চলের সমাজচিত্র অনেক সাহিত্যিকের কলমে রচিত হলেও তেমনভাবে আলোকিত হয়নি। অথচ এই পর্যায়েরও বৈচিত্র সমান প্রাসঙ্গিক। একটি পারিবারিক প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করেই 'অঙ্গারভূমির বৃত্তান্ত' (২০০১) রচিত হয়েছে। খনি অঞ্চলের একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল ধস। ধস ও আগুন লাগার মধ্য দিয়ে খনির প্রভূত ক্ষতি ঘটে। কয়লাশিল্পের জাতীয়করণের ফলে খনিগুলি ইংরেজ প্রভাব থেকে মুক্ত হয় ঠিকই, এমনকি শ্রমিকদের জীবনেও কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মূল্যবোধ যে ধসের সম্মুখীন হয়েছে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও ভয়ংকর। একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ আধিকারিক, অসৎ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, রক্তচোষা সুদখোর, কয়লার চোরা কারবার, ধাপ্পাবাজ সাপ্লায়ারের লুণ্ঠন, মাফিয়াদের কাঁচা টাকার লোভ দেখিয়ে উঠতি মধ্যবিত্ত যুবকদের বিপথে পরিচালনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। অর্থাৎ শ্রমিকদের জীবন যে অন্ধকারে ছিল সেখানেই থেকে গেল ভিন্নপথ ধরে। মালিক ও ট্রেড ইউনিয়ন এর হাতের পুতুলে পরিণত হয় শ্রমিকগোষ্ঠী।

জাতীয়করণের পরবর্তী সময়ের সাহিত্যিকদের রচনায় কয়লা উত্তোলন, খনিতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা এবং রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। একই সঙ্গে বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের নানা দিকও চিত্রিত হয়েছে। অতীতের খনি-জীবনের তুলনায় বর্তমান সময়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শিল্প ও শিল্পাঞ্চলের বিকাশও সমকালীন সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে, অনেক লেখকের রচনায় কয়লাখনির অতীত স্মৃতি, ধ্বংসপ্রাপ্ত খনির ইতিহাস এবং সেখানকার মানুষের জীবনসংগ্রাম গভীর আবেগের সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায়, খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রচনা সৃষ্টি হলেও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' (১৯২২) প্রকাশের সময় যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, প্রায় একশো বছর পরেও খনি-সাহিত্য সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ হিসেবে খনি-সাহিত্যিকদের মতে, মহানগরভিত্তিক সাহিত্যজগতে পর্যাপ্ত পরিচিতি ও প্রচারের অভাবকে দায়ী করা যায়। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে খনি অঞ্চলের লেখকদের একটি মানসিক ও ভাবগত দূরত্ব তৈরি হয়েছে। অনেক সাহিত্যিক প্রথম জীবনে খনির জীবন ও বাস্তবতা নিয়ে লেখালেখি করলেও পরবর্তীকালে বিষয় পরিবর্তন করেছেন। এর ফলে খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 173 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাহিত্যচর্চা ধীরে ধীরে আগের গুরুত্ব হারিয়েছে। তবুও খনি-জীবন আজও সাহিত্যিকদের সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারার সাহিত্যচর্চা অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। প্রফুল্ল কুমার সিংহ, দেবদত্ত রায়, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ হাজরা এবং গুণময় ফৌজদারের মতো সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে কয়লাখনির জীবন, সংগ্রাম ও পরিবর্তনের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং খনি-সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

Reference:

১. সিংহ, কুমার প্রফুল্ল, ‘মহুলকানালীর ইতিকথা’, চিরায়ত প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৩, পটভূমি।

২. চৌধুরী, নন্দ, ‘শিল্প, শিল্পশ্রমিক ও বাংলাসাহিত্য’, একুশ শতক পত্রিকা, মাসিক, পঞ্চদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রকাশ - ২০২০, পৃ. ৩৫

৩. সিংহ, কুমার প্রফুল্ল, ‘মহাকালের ঘোড়া’, (প্রথম পর্ব), অরণি প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, ভূমিকা

৪. রায় বসু, সুনীল, ‘কয়লা খনির শ্রমিক এক দশকের জীবন ও সংগ্রাম’, সুনীল বসু রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন, কোলিয়ারী মজদুর সভা, রানিগঞ্জ, বর্ধমান ৭০০০৫৮, প্রথম প্রকাশ-২০০৩, পৃ. ১৬

৫. রায়, দেবদত্ত, ‘কালো হীরের দেশে’, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা-০৭, সংস্করণ-২০০৩, পৃ. ৯৯

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, ‘জলখাদ’, সাহিত্যপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬, পৃ. ১১

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, ‘জলখাদ’, পৃ. ১২

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, ‘অঙ্গারভূমির বৃত্তান্ত’, যোধন প্রকাশনী, বর্ধমান - ৩৫, প্রথম প্রকাশ-২০০০, পৃ. ৫